যুগান্তর

তারিখ ... 26 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ২৩ কলাম ... ৫ ...

রাজধানীর শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর

# স্কুল-কলেজে যাওয়া আসার জন্য বিআরটিসির বাস

বিশেষ সংবাদদাতা

ঢাকা মহানগরীর স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য সুখবর, খুব শিগগিরই তাদের জন্য চালু হচ্ছে বিআরটিসির বিশেষ বাস। আপাতত ২০টি বাস চলবে বিভিন্ন রুটে। বাসগুলো চলবে সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত। আবার ফেরার সময় নির্ধারণ করা হচ্ছে ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। প্রথম রুট হচ্ছে— মিরপুরের টেকনিক্যাল থেকে শুরু করে একেবারে আজিমপুর পর্যন্ত। এসব বাস সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজের সামনে থামবে। এসব বাসে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া আর কোন যাত্রী নেয়া হবে না। তবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রয়োজনে এই বাসে চড়তে পারবেন। প্রতিটি বাসের সামনে একটি পরিচিতি বোর্ড থাকবে। বাসে থাকবে মহিলা কন্ডাক্টর। পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া দিতে হবে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বিআরটিসির যে ১০০টি বাস রয়েছে সেখান থেকে ২০টি বাস বিভিন্ন রুটে চলবে। তবে বাসগুলো শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরিবহনের জন্য। স্কুল-কলেজের সামনে স্টপেজ না হলেও এর কাছাকাছি বাসস্টপেজগুলো নির্ধারণ করা হবে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজে তাদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে পারে।

স্কুল-কলেজ চলাকালে যানজট কমাতে স্কুলবাস চালু করার জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজ-স্কুলকে বলা হয়েছে। কোনভাবে যাতে স্কুল বা কলেজের সামনে প্রাইভেট কার বা অন্য গাড়ি থামিয়ে যানজট সৃষ্টি না করা হয় সে ব্যাপারে খুব শিগগিরই স্কুল-কলেজ কমিটির কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যাতে প্রত্যেক গাড়ি এনে যানজট সৃষ্টি না করেন। কিন্তু কোন কোন অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার কথা বলে এ বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল-কলেজের সামনে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা দিতে যাচ্ছে। যাতে গাড়ি আনার ব্যাপারে অভিভাবকরা নিরুৎসাহিত হন।

জানা গেছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পারাপারের জন্য বেশ কয়েকটি ওভারপাস ও আন্ডারপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের এক ছাত্রের নির্মম মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, অফিস সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্কুল-কলেজের সময়সূচি পরিবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়টি আবার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।